তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭

**দেশের ভিন্ন সামাজিক ও আইনি সমস্যার সমাধানে**

**ব্লকচেইন প্রযুক্তি টেকসই সমাধান হতে পারে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, জাল সনদ থেকে মুক্তি পেতে দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও আইনি সমস্যার সমাধানে ব্লকচেইন প্রযুক্তি টেকসই সমাধান হতে। তিনি বলেন, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের পর বিয়ে ও তালাকের ডিজিটাল সার্টিফিকেট চালুর ক্ষেত্রে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠানে আইসিটি বিভাগের ইডিজিই প্রকল্পের অধীনে ব্লকচেইন প্রযুক্তিকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানান।

এসময় ব্লকচেইন নিয়ে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে পলক বলেন, জাল সনদ রোধে, ভূমি নিবন্ধন, বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদ সনদের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। একইরকমভাবে এই প্রযুক্তিটি বিশ্বের ডিজিটাল অর্থ লেনদেনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কিন্তু এসব বিষয়ে অজানা থেকে ভয় ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই সচেতনতা ও সক্ষমতা অর্জনে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। হয়তো ভবিষ্যতে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্বাচন প্রক্রিয়াটাও সম্পন্ন করা হবে।

ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের (বিসিওএলবিডি) আহ্বায়ক ও বুয়েটের অধ্যাপক ড. কায়কোবাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আইসিটি সচিব মোঃ শামসুল আরেফিন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রনজিত কুমার ও সাউথ এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের সিনিয়র বিনিয়োগ কর্মকর্তা ইফরাদ চৌধুরী।

পরে প্রতিমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিযোগিতায় ‘প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী’ চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার জিতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি’র ব্লকচেইন দল ‘টিম ফার্মার্স’। বিজয়ী হিসেবে তারা পেয়েছে ২ লাখ টাকার ডামি চেক।

এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এক লাখ টাকার সিলভার পুরস্কার জিতেছে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দল- টিম অ্যাপো ক্যালিপ্স; পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্রোঞ্জ পুরস্কার জিতেছে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনলোজি’র দল ‘টিক হেক্স’ ও পঞ্চাশ হাজার টাকার সেরা প্রোটোটাইপ পুরস্কার জিতেছে সিলেট ক্যাডেট কলেচের দল গ্রে ডেভস।

#

শহিদুল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৬

**কাঙাল হরিনাথ শোষিতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন কাজ করে গেছেন**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র বিশ্ব দু’ভাগে বিভক্ত: শাসক ও শোষিত এবং তিনি ছিলেন শোষিতের পক্ষে। এদেশের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে জাতির পিতা আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। একইভাবে কাঙাল হরিনাথ শোষিতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন কাজ করে গেছেন। অসচ্ছল এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ততটা শিক্ষিত হতে না পারলেও অবহেলিত গ্রামবাংলায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নির্লোভ এ ব্যক্তিত্ব পরবর্তীতে সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে গ্রহণ করে সমাজের গরিব, অসহায়, শোষিত, নিষ্পেষিত মানুষের অধিকার আদায়ে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' শীর্ষক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা পরবর্তীতে সাপ্তাহিকী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাদুঘর আয়োজিত 'কাঙাল হরিনাথ: জীবন-কর্ম ও নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম' শীর্ষক সেমিনার, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, কাঙাল হরিনাথ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারখালীর পবিত্র ও উর্বর মাটি জন্ম দিয়েছে কাঙাল হরিনাথ ছাড়াও গগন হরকরা, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ এর মতো বিদগ্ধ গুণিজনকে। কুমারখালীতে রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ কুঠিবাড়ি, ফকির লালন সাঁইজির আখড়া। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, কাঙাল হরিনাথ ১ হাজার গান রচনা করেছেন বলে জানা যায়। এসব গান সংগ্রহ ও গবেষণায় কেউ এগিয়ে আসলে তাকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় জাদুঘর এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ এর সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহ-সভাপতি কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া। আলোচনা করেন বিশিষ্ট গবেষক ও অনুবাদক এবং কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শিশির কুমার রায়। সেমিনারে স্বাগত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান।

#

ফয়সল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৫

**ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাংলাদেশ সরকার সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

রোম (ইতালি), ২৫ জুলাই :

নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে হলে কৃষি- খাদ্য ব্যবস্থাকে রূপান্তর করে যুগোপযোগী করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

আজ ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে চলমান ইউএন ফুড সিস্টেমস সামিটের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর শীর্ষক প্লেনারি সেশনে প্যানেলিস্ট হিসাবে প্রদত্ত বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিতে বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে সরকার। এত বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি সারা বিশ্বেই বিরল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি ভর্তুকি দিচ্ছি। ভবিষ্যতেও এই ভর্তুকি অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ সরকার।

মন্ত্রী আরো বলেন, কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরে বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষি উৎপাদন আরও বৃদ্ধিকরণ, বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, জলবায়ু সহনশীল কৃষি গড়ে তোলা ও কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে ৭২০০ কোটি টাকার পার্টনার প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এফএওর নিকট থেকেও সহযোগিতা নেয়া হচ্ছে।

ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিশ্বের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পাঁচ দফা প্রস্তাবনা পেশ করেছেন, তা বাস্তবায়ন জরুরি।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ার, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক দেবাশীষ সরকার ও পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেশনে জানানো হয়, ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী ৭০-৮৮ কোটি মানুষ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছে, ক্ষুধায় কষ্ট করেছে। ২০৩০ সালে ৬৭ কোটি মানুষকে ক্ষুধা বা হাঙ্গার মোকাবিলা করতে হবে। এই অবস্থায়, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা রূপান্তর মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে।

#

কামরুল/পাশা/এনয়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৩৪

মৌলভীবাজারে বৃক্ষমেলা ও মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পরিবেশমন্ত্রী

**মানুষের জীবন রক্ষায় প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে**

মৌলভীবাজার, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, মানুষের জীবন রক্ষায় প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। তিনি বলেন, জলাবায়ু ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সারা দেশে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো হবে, এতে বৃষ্টি হবে ও উষ্ণতা কমবে। মন্ত্রী বলেন, এসডিজি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কোন গাছ কাটা যাবে না, এটা সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে।

আজ মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ফিতা কেটে ও গাছের চারা লাগিয়ে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনের পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পলিথিন বন্ধে নানা প্রদক্ষেপের কথা জানিয়ে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের ৮টি জেলার ৪০টি উপজেলায় পলিথিন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সারা দেশে করা হবে। পরিবেশ রক্ষায় নিষিদ্ধ পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

এ সময় মৌলভীবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য নেছার আহমদ, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন, জেলা প্রশাসক ড. উর্মি বিনতে সালাম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান, পৌর মেয়র ফজলুর রহমান এবং সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল হোসেনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর পূর্বে মন্ত্রী মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে মৌলভীবাজার পৌরসভা পুকুরে দেশীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করে মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন করেন। পরে পৌরসভার উদ্যোগে চলমান পরিত্যক্ত পলিথিন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। মৌলভীবাজার পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত পৌর ক্যাম্পাস পুকুরের এবং সৈয়ারপুর কাশীনাথ রোডের পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন কাজের উদ্বোধন এবং পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে বিনামূল্যে 'বিন' বিতরণ করেন।

#

দীপংকর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৩

**ফসিল ফুয়েল হতে ক্লিন এনার্জির সফল ট্রানজিশনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, ফসিল ফুয়েল হতে ক্লিন এনার্জির সফল ট্রানজিশনে প্রয়োজন সমন্বিত ও সম্মিলিত উদ্যোগ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহার রীতি এক এক দেশে একেক রকম। নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষ করে সোলার পাওয়ার প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রচুর জমি লাগে যা বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে বড় আকারে সোলার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য। প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ ও গবেষণার দ্বারা এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যেতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)-এর এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটির পঞ্চম সভায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নবায়ণযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিতে সরকার নানাবিধ নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত মহাপরিকল্পনা, মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্ল্যান, সোলার এনার্জি রোডম্যাপ, সোলার ইরিগেশন-এর রোডম্যাপ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি পলিসির আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সোলার ইরিগেশন পাম্প, সোলার স্ট্রীট লাইট, সোলার ড্রিংকিং ওয়াটার সিস্টেম, সোলার মিনি গ্রিড, বায়োমাস প্ল্যান, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে ব্যাপক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৬ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে ২০ মিলিয়ন লোককে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে, যা ঐ এলাকার লোকদের জীবনযাত্রার মান ও কমিউনিটির ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখছে। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ জ্বালানির প্রতি প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে দশটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। যার জন্য ১০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চলে গেছে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করতে ও অন্যদের বিনিয়োগে উৎসহিত করতে তাই এই কমিটি ও আইএসএ-এর কাছে অনুরোধ করছি ।

২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১০৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যদিও নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা এখন প্রায় ১,২০০ মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আইএসএ-এর এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটির পঞ্চম সভায় অংশগ্রহণ করছে। অপর দুই সদস্য হলো ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম সচিব নিরোদ চন্দ্র মন্ডল। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ আইএসএ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি ও অবকাঠামো বিষয়ক মন্ত্রী Suhail Mohamed Al Mazrouei, আইএসএ-এর মহাপরিচালক Dr. Ajay Mathur-সহ এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দের প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩২

**পহেলা আগস্ট থেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলপথে ট্রেন চলাচল করবে**

 **--- রেলপথ মন্ত্রী**

চাষাড়া স্টেশন (নারায়ণগঞ্জ), ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই):

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, পহেলা আগস্ট থেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলপথে ট্রেন চলাচল করবে। পদ্মা লিংক প্রকল্পের কাজ করার জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।

 মন্ত্রী আজ ঢাকা স্টেশন থেকে শুরু করে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইনের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনকালে চাষাড়া স্টেশনে উপস্থিত সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলপথ ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন করার জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে কন্টাক্টর কাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন প্রকল্প রিভাইজ করে একনেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন করে টেন্ডারিং করে আমরা দ্রুত কাজ শুরু করব এবং আশা করি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারব।

 মন্ত্রী আরো বলেন, চাষাড়া থেকে নারায়ণগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনের আংশের রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি চলাচল করে, তাই এই অংশে রেলক্রসিংয়ে আন্ডারপাস বা ওভারপাস নির্মাণ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের সাথে এ বিষয়ে সমন্বয় করতে সময় লেগেছে।

 নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, ঢাকা-যশোর রেললাইনের কাজ ২০২৪ সালে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ঢাকা-ভাঙ্গা এবং দোহাজারী থেকে কক্সবাজার লাইন সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

সিরাজ/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩১

**সিনিয়র সহকারী সচিব**

**এস এম নাজিয়া সুলতানার মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই):

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (ডব্লিওটিও উইং) এস এম নাজিয়া সুলতানার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 প্রতিমন্ত্রী মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 আজ এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, নাজিয়া সুলতানা অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। নাজিয়া সুলতানার অকাল মৃত্যুতে দেশ একজন একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাকে হারাল।

 ৩০তম বিসিএস-এর মেধাবী এই কর্মকর্তা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত দুইদিন যাবৎ তিনি বারডেম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আজ সকালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

#

শিবলী/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩০

সাসটেইনেব্‌ল ডেভ্‌লপমেন্ট সল্যুশন নেটওয়ার্কের মূল্যায়নে

২০২৩ সালে বাংলাদেশের র‌্যাংকিং ১০১তম

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই):

 Sustainable Development Solution Network (SDSN) ১৬৬টি দেশ নিয়ে ২০২৩ সালে সর্বশেষ স্বাধীন মূল্যায়ন প্রকাশ করেছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের বৈশ্বিক র‌্যাংকিং হলো ১০১তম এবং ইন্ডেক্স স্কোর হলো ৬৫ দশমিক ৯।

 এর আগে সংস্থাটি ২০১৭ সালে প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ Jeffrey David Sachs এর নেতৃত্বে ১৫৭টি দেশ নিয়ে প্রথম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের একটি স¦াধীন মূল্যায়ন করে। উক্ত মূল্যায়নে তখন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের র‌্যাংকিং ছিল ১২০ এবং ১০০ এর মধ্যে ইন্ডেক্স স্কোর ছিল ৫৬ দশমিক ২।

 এবছর বাংলাদেশের র‌্যাংকিং গত বছরের চেয়ে ভালো হয়েছে; গত বছর ১৬৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১০৪, এবছর ১৬৬ দেশের মধ্যে ১০১তম। বাংলাদেশের র‌্যাংকিং ভারত (১১২) এবং পাকিস্তান (১২৮)-এর তুলনায় ভালো।

 SDSN এর স্বাধীন মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয়, কোভিড-১৯ এর অভিঘাতের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রমান¦য়ে ভালো করছে। দেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা ও সকল অংশীজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এমডিজি’র মতো এসডিজিতেও সাফল্য আসবে বলে আশা করা যায়।

#

পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৮০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৬৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৭৩ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২২৮

**দেশে সংকট নেই, বিএনপিতে সংকট ঘণীভূত হচ্ছে**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘দেশে কোনো সংকট নেই। বিএনপি সংকট তৈরির চেষ্টা করছে কিন্তু পারেনি বরং তাদের দলের মধ্যে সংকট ঘণীভূত হচ্ছে।’

আজ সচিবালয়ে প্রয়াত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও সাংবাদিক স. ম আলাউদ্দীন স্মরণে প্রকাশিত ‘দীপ্ত আলাউদ্দীন’ সংকলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। আলাউদ্দীন তনয়া লায়লা পারভীন সেঁজুতি এবং সাংবাদিক এ এইচ এম তারেক উদ্দীন মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

বিএনপি নেতাদের ‘রাজনৈতিক সংকট সমাধানের কোনো পথ খোলা নাই’ বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২০১৪ সালে সংকট তৈরির অপচেষ্টা করেছিলো, ভেবেছিলো সরকার তিন মাসের মধ্যে পড়ে যাবে কিন্তু সেই সরকার পাঁচ বছর পূর্ণ করেছে। ২০১৮ সালেও তারা সংকট তৈরির অপচেষ্টা করেছিলো, আবারও ভেবেছিলো সরকার মনে হয় টিকবে না। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকের কাছে নানা দেন-দরবার, দেশে-বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করে তারা অনেক চেষ্টা করেছিলো। তারা কিছুই করতে পারেনি।’

হাছান বলেন, ‘এখনো দেশে কোনো সংকট নেই কিন্তু বিএনপির মধ্যে সংকট আছে। কারণ বিএনপির নেতারা নির্বাচন করতে চায় কিন্তু মূল নেতৃত্বের কাছ থেকে নির্বাচন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পায় না। এটি একটি বড় সংকট। বিএনপি এমন একটি দল যারা জনমানুষের দল বলে দাবি করে অথচ তাদের নেতা-কর্মীদের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না। সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করতেও বারণ করছে। এটি তো একটি দলের আভ্যন্তরীণ সংকটের বহিপ্রকাশ। কখন সেই দলের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে তা এখন সময়ের অপেক্ষা।’

এভাবে যদি তাদের দলের নেতাকর্মীদের নির্বাচন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়, দলের মধ্যে যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির মধ্যে ছোটখাটো বিস্ফোরণ এর মধ্যেই হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তাদের দলীয় নেতা-কর্মীরা বারণ সত্ত্বেও অংশ নিয়েছে, কেউ কেউ জয়লাভও করেছে। তাদের আক্ষেপ আমরা পত্রপত্রিকা এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি। তারা যদি আগামী সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়, দলের মধ্যে বড় বিস্ফোরণ হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে।’

২৭ জুলাই বিএনপির পাশাপাশি আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের সমাবেশ ডাকা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, প্রথমত বিএনপি যে দিন সমাবেশ ডাকবে সেদিন এতো বড় ঢাকা শহরে আর কেউ সমাবেশ করতে পারবে না -এ নিয়ম তো নাই। দ্বিতীয়ত বিএনপি যখন সমাবেশ ডাকে তখন তো মানুষ আতঙ্কে থাকে, সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ কিম্বা এর সহযোগী সংগঠনের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা, বিশৃঙ্খলার বিষয়ে সতর্ক থাকা।

তিনি বলেন, ‘আমরা কখনোই সংঘাত চাই না, কারণ আমরা সরকারে আছি। বরং বিএনপি সংঘাত তৈরির অজুহাত খুঁজছে। তারা যেহেতু অতীতে মানুষের সহায়-সম্পত্তি, পুলিশ, পথচারীর ওপর হামলা পরিচালনা করেছে, গাড়ি-ঘোড়া ভাংচুর করেছে, আগুন দিয়েছে, সরকারি দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব মানুষের পাশে থাকা। সে দায়িত্ববোধ থেকেই ২৭ জুলাই যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ সম্মিলিতভাবে সমাবেশের ডাক দিয়েছে।’

#

আকরাম/পাশা/রেজাউল/২০২৩/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২২৭

**আমেরিকা আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য খুবই আগ্রহী**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই):

বাংলাদেশের সার্বিক পরিবেশে বিনিয়োগ এবং এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। এ আগ্রহ থেকে বুঝা যায়, আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। মাঠে যে কথাগুলো আলোচনা হচ্ছে বাস্তব কার্যক্রমের সাথে এগুলোর কোন মিল নেই। এছাড়া, আমেরিকা আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য খুবই আগ্রহী। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও উন্নয়নে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ পরিচালনার প্রশংসা করেছেন। তিনি স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর কার্যক্রমেরও প্রশংসা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে বুঝা যায় বাংলাদেশ সম্পর্কে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি?

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হ্যাস (Peter Haas) এর সাক্ষাত অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। এসময় মার্কিন দূতাবাসের ইকোনমিক অফিসার জেমস গার্ডিনার (James gardiner) উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রদূতের সাথে মেরিটাইম সেক্টরের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকা মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর ও পায়রা বন্দরে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফায়ার ফিটিংস এর চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, আকস্মিক বন্যা ও ন্যাচারাল ডিজাস্টারে কাজ করতে আমেরিকার সহযোগিতা চেয়েছি, তারা সহযোগিতা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আই এস পি এস কোড মেনে চলার ক্ষেত্রে আমেরিকার কোস্টগার্ড মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ভিজিট করেছে। তারা পায়রা বন্দর ভিজিট করবে। বিভিন্ন ধরনের ড্রেজার সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমেরিকার সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫০৫ ঘণ্টা